গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

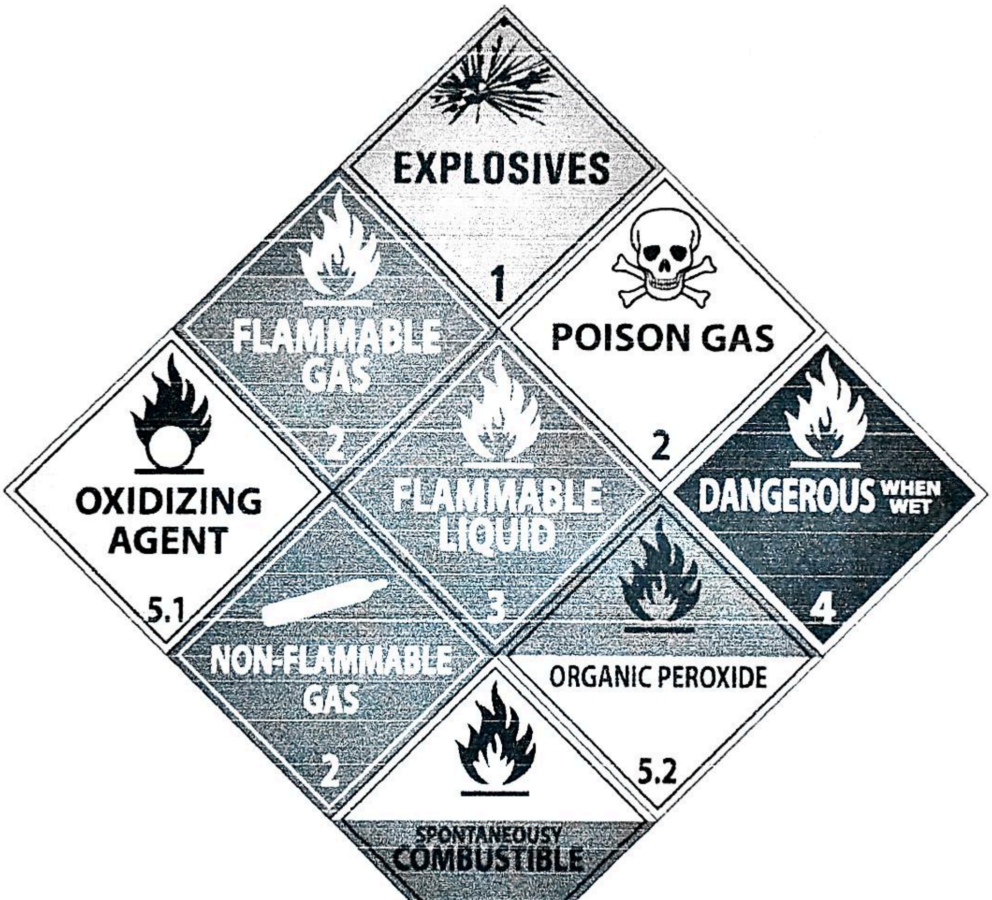

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

ভূমিকা:

বিস্ফোরণ ও অগ্নি-দুর্ঘটনাপ্রবণ বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-বিস্ফোরক, সংকুচিত গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্জ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারের সময় যাতে দুর্ঘটনা ঘটে জন-জীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশ বিনষ্ট না হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাদির ঈপ্সিত মেয়াদ পূরণ করতে পারে তদোদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থের উক্তরূপ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

পুর্ব-ইতিহাস: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে The Indian Explosives Act জারি করা হয়। সেই সময় বিভিন্ন বিস্ফোরক মজুদাগারে ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় ক্রমাগত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে, ব্রিটিশ সরকার Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives, UK এর অনুমোদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ইসাপুরে বারুদের কারখানায় একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও কিরকি (kirkee) তে Chief Inspector of Explosives নিয়োগ করেন। তৎকালে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় ব্রিটেনের Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives দ্বারা পরিচালিত হতেন। এরূপ ব্যবস্থায় সন্তোষজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ (Independent Authority) হিসেবে Chief Inspector of Explosives in India নিয়োগ করেন এবং তাঁর অধীনে বিস্ফোরক পরিদর্শক (Inspector of Explosives) নিয়োগ করে Department of Explosives এর সূচনা করেন। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তর সমগ্র ভারতে অফিস পরিচালনা করে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর পদবি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এর স্থলে Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives in India রাখা হয়। পরবর্তীতে ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর 'হার ম্যাজিস্টিজ' কথাটি বাদ দিয়ে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এবং 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' রাখা হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' এর স্থলে 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন বাংলাদেশ' করা হয়।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান আমলে এই দপ্তরটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ দপ্তরটি শিল্পমন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে দপ্তরটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। পাকিস্তান এবং ভারতে অনুরূপ দপ্তর দু'টো শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পেট্রোলিয় আইন, ২০১৬ ও পেট্রোলিয়াম রুলস ১৯৩৭ এর পূর্ব-ইতিহাস : ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দপ্তর প্রধান করে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস গঠন করা হয়। সে সময়ে বিস্ফোরক ছাড়াও বিভিন্ন দাহ্য তরল হতে অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং বিস্ফোরক ব্যতীত অন্য সকল অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ প্রবণ রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ হ্যান্ডলিং ও জনসাধারণের জানমাল রক্ষার স্বার্থে ১৭-২-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৮৯৯ (VIII OF 1899) জারি করা হয়। সে সময়ে প্রচলিত কার্বাইড অব ক্যালসিয়াম রুলস্‌কে এ আইনের আওতায় আনা হয়।

১৯০৪ এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ও উক্ত অ্যাক্টের আওতায় জারিকৃত পেট্রোলিয়াম রুল্‌স প্রয়োগের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে সময় বিভিন্ন রাজ্যের জন্য কিছুটা ভিন্নতর পেট্রোলিয়াম রুল্‌স প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন রাজ্যের আইনের তারতম্যের কারণে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিত। উক্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট রহিত করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যমান পেট্রোলিয়াম আইন রহিত করে সমগ্র ভারতের জন্য একটি একক আইন প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এবং পূর্বে প্রচলিত পেট্রোলিয়াম বিধিগুলো রহিত করে ৩০-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ জারি করা হয়। ১৮-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড রুল্‌স জারি করা হয়। উক্ত আইন এবং বিধিমালাগুলো বিভিন্ন সময়ে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হলেও ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করে উক্ত আইনসমূহের এবং বিধিমালার নামকরণের পরিবর্তন করা হয়নি।

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে ন্যাচারাল গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত গ্যাস পরিবহণের জন্য পাইপলাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাইপলাইনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ন্যাচারাল গ্যাস সেফ্‌টি রুল্‌স ১৯৬০ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনীর মাধ্যমে হালনাগাদ করে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত) জারি করা হয়। সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ রহিত করে ১১ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ জারি করা হয়েছে।

বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ ও বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ এর পূর্ব-ইতিহাস: গ্রেট ব্রিটেনে বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে Explosives Act, 1875 জারি করা হয়। উক্ত আইন দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনে বারুদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হতো। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন বিস্ফোরক ম্যাগাজিন ও বিস্ফোরক ব্যবহারের বিভিন্ন খনিতে ক্রমাগত বিস্ফোরণ ঘটার কারণে তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ জারি করে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস কার্যক্রম শুরু করার পর তৎকালে চীফ ইন্সপেক্টর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯১৮ জারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিস্ফোরক দ্রব্যের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, ব্যবহার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিস্ফোরক বিধিমালা জারি করা হয়। বিস্ফোরকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিস্ফোরক বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। উক্ত বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ প্রায় ৬৫ বছর কার্যকর ছিল। বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক আবিস্কার হওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবং এ উপ-মহাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিস্ফোরক সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়ক আইনের বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।
ভারত সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং এম-১২৭২ (১), তারিখ: ২৮-০৯-১৯৩৮ এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও. নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তারিখ: ০৩/১০/১৯৮৯ দ্বারা কোনো আধারে সংকুচিত অবস্থায় বা তরল অবস্থায় কোনো গ্যাস রাখা হলে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় উক্ত গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। পরবর্তীতে, উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালা দ্বারা সকল ধরনের গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতো। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এলপিজি কার্যক্রম ও সিএনজি'র কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের নির্দেশে এলপিজি ও সিএনজি'র ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ক আইনকানুন সুনির্দিষ্ট করে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ ও সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।

২। বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রশাসিত আইন ও বিধিমালাসমূহঃ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বাণিজ্যিক বিস্ফোরক, প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন/তৈরি, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন/সঞ্চালন, মজুদ ব্যবহার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে করে থাকে:

১. বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পর্যন্ত সংশোধিত)	
২. বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	১. এর আওতায় প্রণীত
৩. গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	
৪. গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত)	
৫. তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪	
৬. সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫	
৭. এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮	
৮. পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	
৯. পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮	৮. এর আওতায় প্রণীত
১০. কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	
১১. প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	

৩। বিধিবদ্ধ দায়িত্ব :

বিস্ফোরক পরিদপ্তর অনুচ্ছেদ নং ২ এ উল্লিখিত আইনসমূহ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের নিমিত্তে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করে:

৩.১। **বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪:** প্রধানত: বাংলাদেশে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহ কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণে ব্যবহার্য বাণিজ্যিক বিস্ফোরক মজুদের ম্যাগাজিনের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদন, বিস্ফোরক মজুদ বা অধিকারে রাখা, বিস্ফোরক আমদানি, পরিবহনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বিস্ফোরক আইনের অধীনে কোন ধরনের বিস্ফোরক বাংলাদেশে ব্যবহার এবং আমদানি করা হবে, সেবিষয়ে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিস্ফোরক মজুদের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদনপূর্বক পরিদর্শন করে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং সময় সময় (Periodic) লাইসেন্সকৃত ম্যাগাজিন পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া ম্যাগাজিনে ব্যবহার অনুপোযোগী বিপজ্জনক বিস্ফোরকের পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিনষ্টকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.২। **গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১:** কোনো ধাতব আধারে কোনো গ্যাস সংকুচিত বা তরলীকৃত অবস্থায় থাকলে উক্ত গ্যাসপূর্ণ আধার জানমালের জন্য বিপজ্জনক বিধায় সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ এর অধীন গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক মর্মে গণ্য করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারি করা হয়। গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের জন্য অন্যূন ৫০০ মিলিলিটার কিন্তু অনুর্দ্ধ অনোর্ধ্ব ১০০০ লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধারকে সিলিন্ডার এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালার অধীন প্রধান কার্যাবলির মধ্যে যেকোনো ধরনের খালি বা গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার আমদানি, সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে কোন ধরনের বা কোন স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের গ্যাস সিলিন্ডার ও ভাল্ভ আমদানি ও ব্যবহার করা হবে, সে মর্মে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রতিটি বট্‌লিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র, গ্যাস ভর্তির বট্‌লিং প্লান্ট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা হয়। স্থায়ী গ্যাস, সংকোচিত গ্যাস, তরলীকৃত গ্যাস, বিষাক্ত গ্যাস সহ

বিভিন্ন ধরনের গ্যাস সার্ভিসের সিলিন্ডারের পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের ধরন ও মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

৩.৩। **গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫:** গ্যাসপূর্ণ ধাতব আধারকে বিস্ফোরক হিসেবে ঘোষণা প্রদান এবং বিস্ফোরক অ্যাক্টের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ জারী করে। ১০০০ লিটারের বেশি জলধারন ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধার যা গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদেরকে এ বিধিমালায় গ্যাসাধার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গ্যাসাধার বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে গ্যাসাধার আমদানির পারমিট, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গ্যাসাধারের কতদিন অন্তর কী ধরনের পর্যায়বৃত্ত (Periodic) পরীক্ষণ করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের লাইসেন্সকৃত স্থাপনা এবং গ্যাস পরিবহন যান সময় সময় পরিদর্শন করা হয়।

৩.৪। **তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪:** এলপি গ্যাস পূর্বে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু এলপি গ্যাস ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে, সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ জারি করে। এ বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে আধারে গ্যাস মজুদ ও সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের অনুমোদন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে এলপি গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের পূর্বে মজুদাগার/স্থাপনা/রিফুয়েলিং স্টেশন ও রোড ট্যাংকার পরিদর্শন করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাইসেন্সকৃত মজুদ স্থাপনা ও এলপিজি পরিবহন যানগুলি পরিদর্শন করা হয়। প্রতিটি এলপিজি বটলিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৩.৫। **সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫:** যানবাহনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সিএনজি এর প্রচলন শুরু হওয়ায় সরকার কর্তৃক বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়। এ বিধিমালায় প্রধানতঃ স্বয়ংক্রিয় যানের ইঞ্জিনকে সিএনজি দ্বারা চালানোর রূপান্তর প্রক্রিয়া, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন রূপান্তর সরঞ্জাম, সিলিন্ডার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্থাপন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিধিমালায় সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের লে-আউট নকশা অনুমোদন এবং পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে রিফুয়েলিং স্টেশনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.৬। **পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮:** পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ২০১৬ এবং পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ এ পেট্রোলিয়াম অর্থ তরল হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং তরল হাইড্রোকার্বন সম্বলিত দাহ্য মিশ্রণ (তরল, আঠালো বা কঠিন) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বিধিমালার অধীন পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি, মজুদাগারে মজুদ, পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশনের অনুমোদন, স্থল/জলপথে ট্যাংকারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/প্লান্টের লাইসেন্স/অনুমোদন, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকের বজ্রবহ (earthing) পরীক্ষণ এবং পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের/স্ক্র্যাপ ভেসেল এর ট্যাংকে লোক প্রবেশ এবং অগ্নিময় কার্যের (hotwork) উপযোগিতা যাচাইপূর্বক গ্যাসমুক্ত পরীক্ষণ সনদ প্রদান করা হয়।

৩.৭। **কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩:** ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ (Inflammable solid) যা পানির সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে। উক্ত গ্যাসের প্রজ্বলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন কার্বাইড আমদানি, পরিবহনের অনুমোদন এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্লান্ট এবং তৎসংযুক্ত মজুদাগারে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.৮। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১: উচ্চ চাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পাইপ লাইনের Route Alignment, পরীক্ষণ, ক্ষয়রোধ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন উচ্চ চাপবিশিষ্ট (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭ কেজি বা ততোধিক চাপে) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের অনুমোদন এবং অনুমোদন অনুসারে স্থাপনের পর চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হলে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.৯। এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮: এমোনিয়াম নাইট্রেট বিস্ফোরক তৈরির উপাদান। এমোনিয়াম নাইট্রেট সার হিসেবে, খনিতে এমোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল (ANFO) বিস্ফোরক তৈরিতে এবং মেডিকেল নাইট্রাস অক্সাইড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উক্ত রাসায়নিক পদার্থের মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়।

৪। দপ্তরের কার্যাবলি:

৪.১। লে-আউট, সাইট ও নির্মাণ নকশা নিরীক্ষণ ও অনুমোদন:

* বিস্ফোরক মজুদ প্রাঙ্গণ বা ম্যাগাজিন
* সিলিন্ডারে গ্যাস(এলপিজি, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিণ, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া) গ্যাস ভর্তির প্লান্ট
* গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার (এলপিজি ও এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস)
* সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন
* এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশন (অটো-গ্যাস স্টেশন)
* পেট্রোলিয়াম স্থাপনা/ডিপো
* পেট্রোলিয়াম মজুদাগার
* পেট্রোলিয়াম পরিবহণের ট্যাংকলরি, বিস্ফোরক পরিবহনের রোড ভ্যান, এলপিজি পরিবহণের রোড ট্যাঙ্কার,সংকুচিত গ্যাস/ক্রায়োজেনিক তরল পরিবহনের রোড ট্যাঙ্কার
* পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশন
* অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্লান্ট সংযুক্ত/স্বতন্ত্র ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার

৪.২। লাইসেন্স প্রদান:

* অনুচ্ছেদ ৪.১ এ উল্লিখিত প্রাঙ্গণ/ইউনিট/যান এর লাইসেন্স প্রদান।
* বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্স/পারমিট
* বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্স
* গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স
* গ্যাসাধার আমদানির পারমিট

৪.৩। অনুমোদন প্রদান:

* পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/ব্লেন্ডিং প্লান্টের অনুমোদন
* পর্যাবৃত্ত পরীক্ষণের জন্য সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন
* সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমোদন
* উচ্চচাপ গ্যাস পাইপলাইনের গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদন

৪.৪। **অনাপত্তি প্রদান:**

* সিএনজি কিট ও যন্ত্রপাতি আমদানি
* পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রজ্বলনীয় তরল আমদানি
* ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানি
* পটাশিয়াম ক্লোরেট, রেড ফসফরাস, সালফার, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রোসেলুলোজ আমদানি

৫। **পরীক্ষণ:**

১. বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিজস্ব পরীক্ষাগারে বিস্ফোরক, বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণ
২. বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, পেট্রোলিয়াম ডিপো ও গ্যাসাধারের বজ্রবহ পরীক্ষণ
৩. উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা, চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ
৪. পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের ট্যাঙ্কে লোক প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগিতা যাচাই/পরীক্ষণ

৬। **অনুমতি/সম্মতি প্রদান:**

* বিস্ফোরক ম্যাগাজিনে ব্যবহারের অনুপযোগী বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি নির্ধারণ ও বিনষ্টকরণের সম্মতি প্রদান
* বাংলাদেশে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান, চুনাপাথর ও কয়লা খনিতে বিস্ফোরক ব্যবহারকারি শুটারদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করা হয়

৭। **পরিদর্শন:**

* বিস্ফোরক তৈরির কারখানা, মজুদের ম্যাগাজিন, পরিবহন যান ও ব্যবহারের ক্ষেত্র ইত্যাদি
* গ্যাস সিলিন্ডারর/গ্যাসাধার নির্মাণ কারখানা, সিলিন্ডার/গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তির স্টেশন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, গ্যাসাধার স্থাপনা, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি
* গ্যাস ফিল্ড, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ পস্নান্ট, উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনে কম্প্রেসার ও রেগুলেটর স্টেশন, চাপ প্রশমন ব্যবস্থা, ভাল্বস্টেশন, গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি
* পেট্রোলিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, পেট্রোলিয়াম মিশ্রণাগার, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ মজুদ স্থাপনা/মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ডিপো, পেট্রোলিয়াম পরিবাহী যান/অয়েল ট্যাংকার ইত্যাদি
* ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও উহা হতে উৎপন্ন এ্যাসিটিলিন গ্যাস প্লান্ট ইত্যাদি, এবং
* উপরোল্লিখিত পদার্থ ছাড়া অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-পটাশিয়াম ক্লোরেট, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি মজুদাগার, ব্যবহার ও উৎপাদন কেন্দ্র, যেমন-ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কেমিক্যাল প্লান্ট ইত্যাদি পরিদর্শন

৮। **তদন্তানুষ্ঠান:**

* বিস্ফোরক, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, গ্যাস পাইপলাইন বা উহার আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ বা অন্যকোনো বিপজ্জনক পদার্থ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনার কারিগরি তদন্ত করা ।

৯। **বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন:**

* ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান ।
* ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান ।

১০। **উপদেষ্টার সেবা প্রদান:**

* জন-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থ (বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, এলপিজি, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারকপদার্থ ইত্যাদি) সংক্রান্ত নিরাপত্তা (safety) আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়ে সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।

* বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপত্তা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
* রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, গ্যাস বিতরণ ও বিপণন কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাকে বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহার, হ্যান্ডলিং, মজুদ ও পরিবহনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান।

১১। জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মহাকরণ সচিবালয়, ফেজ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দপ্তর প্রধান। দপ্তরের মোট জনবল ১০৪ জন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ৩১টি, ২য় শ্রেণির পদ ০২, ৩য় শ্রেণির পদ ৪৮টি ও চতুর্থ শ্রেণির ২৩টি পদ রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পাঁচটি বিভাগীয় অফিস চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালে অবস্থিত।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিধিবদ্ধ কাজের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় জোন ভিত্তিক অফিস বৃদ্ধিসহ ৮৫৯ জনবলের প্রস্তাব ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদন হলে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সঠিক প্রয়োগ ও প্রশাসন এবং দপ্তরের তদারকি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

১২। রাজস্ব আয় ও ব্যয়:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান নয়। অনুচ্ছেদ নম্বর ২-এ বর্ণিত নিরাপত্তা আইন ও বিধিমালাসমূহের প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। যদি এ দপ্তরটি সফলতার সাথে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, তবে মানব জীবন ছাড়াও কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। অধিকন্তু, লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য প্রকার ফি হিসেবে এ দপ্তর একটি উল্লেখযোগ্য অংকের রাজস্ব উপার্জন করে থাকে। আয় ব্যয়ের হিসেবে বর্তমানে এ দপ্তর একটি স্বয়ম্বর সংস্থা।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
২০২৩-২০২৪	৫,২৬,৮৬,০০০/-	৩,৫১,৭৫,০০০/-

১৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম:

ক্রমিক সংখ্যা	সম্পাদিত কাজের বিবরণ	অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
০১	প্রাপ্ত পত্রাদির সংখ্যা	৯,১৮৯
০২	জারিকৃত পত্রাদির সংখ্যা	৯১৬০
০৩	বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের প্রতিবেদনের সংখ্যা	১২১
০৪	ম্যাগাজিনে বিস্ফোরক মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরের সংখ্যা (২২ ফরমে)	২
০৫	শর্ট ফায়ারার্স এর পারমিট মঞ্জুর	৫
০৬	আমদানিকৃত এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা	৫৪৪৭১
০৭	আমদানিকৃত কম্পোজিট এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা	-
০৮	আমদানিকৃত এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডারের সংখ্যা	৫৭৩১১৫
০৯	সিএনজি কিটস্ ও যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা	৯

১০	অনুমতিপ্রাপ্ত দেশে তৈরি এলপিজি সিলিন্ডার বাজারজাতকরণের সংখ্যা	২২০০০০০
১১	সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	০
১২	সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	১
১৩	এলপিজি সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা	০
১৪	গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঘ'' ফরমে)	৪
১৫	গ্যাসাধারে মেডিকেল অক্সিজেন মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঘ'' ফরমে)	-
১৬	এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা ('চ' ফরমে)	২৮৮
১৭	রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঞ' ফরমে)	৭
১৮	গ্যাসাধারে এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('গ' ফরমে)	৮
১৯	গ্যাসাধারে এলপিজি পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('জ' ফরমে)	১৪
২০	বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্সের সংখ্যা	১৩
২১	বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা	১০
২২	ফ্যাক্টরী/ইন্ডাস্ট্রিজ এ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে সালফার আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তির সংখ্যা ৪০ টি)	৩৫,০৫১.১১ মেট্রিক টন
২৩	গ্যাসাধার আমদানির সংখ্যা (পারমিট)	৩৪
২৪	ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা ৮টি)	২০২.৫ মেট্রিক টন
২৫	নন-স্ট্যান্ডার্ড সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির সংখ্যা	-
২৬	ঞ/ঠ ফরম লাইসেন্সের অধীন প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ (কেমিক্যাল) আমদানির অনাপত্তি প্রদানের সংখ্যা	৩৬৪৫
২৭	স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঢ' ফরমে)	৩৭
২৮	জলপথে বাল্কে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ড' ফরমে)	১১
২৯	ভাসমান বার্জে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (স্পেশাল ফরমে)	-
৩০	লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণ/রিফুয়েলিং স্টেশন/স্থাপনা/জলযান/স্থলযান ইত্যাদি পরিদর্শনের সংখ্যা	১৫১৪
৩১	পেট্রোলিয়াম ট্যাঙ্কে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কাজের উপযোগিতা যাচায়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত ট্যাঙ্কের সংখ্যা	৭২৬৪
৩২	গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমোদনের সংখ্যা	১৩৭
৩৩	অনুমোদিত গ্যাস পাইপ লাইনে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদনের সংখ্যা	১২৯
৩৪	এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	২
৩৫	এলপিজি (অটোগ্যাস) ফিলিং স্টেশনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	৩৬
৩৬	সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	-

১৪। আইন/বিধিমালা (Statutory Instrument) হালনাগাদকরণঃ-

(ক) ১৯৩৪ সালের পেট্রোলিয়াম আইনকে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন করে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ হিসেবে জারি হয়েছে।

(খ) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭কে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন ও যুগোপযোগী করে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ জারি হয়েছে।

(গ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করে হালনাগাদ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত গেজেট আকার প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে রেটিকুলেটেড পদ্ধতি ও যানবাহনে এলপিজি

রূপান্তর কার্যক্রম, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিলিন্ডার ও টেকনোলজি অন্তর্ভূক্ত করে বিধিমালাটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঘ) এমোনিয়াম নাইট্রেট একটি বিস্ফোরক। উক্ত রাসায়নিক পদার্থটি মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য উপমহাদেশীয় বিধির আলোকে এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮ জারি হয়েছে।

(ঙ) এল.এন.জি আমদানি, মজুদ, পরিবহনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে মহেষখালীতে টার্মিনাল ও পাইপলাইন নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। উক্ত স্থানে নিরাপদ মজুদ, পরিবহন ও ব্যবহারের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করার কাজ এ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।

(চ) গ্যাসাধার ও সিলিন্ডার এর ৪টি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনকে বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য অনুমোদন।

১৫। অন্যান্য অর্জন:

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কোনো নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি ছিল না। সম্প্রতি গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও- এ ১০ কাঠার একটি প্লট পাওয়া গেছে। যা এ দপ্তরের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১৬। প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষণের তারিখ	বিষয়বস্তুরবিবরণ
১৮/১০/২০২৩	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণ
২২/০২/২০২৪	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ২য় প্রশিক্ষণ
০৫/৬/২০২৪	ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ
২৩/৩/২০২৪	নাগরিক সেবাসমূহ মাইগভঃ প্ল্যাটফরমে যুক্ত হওয়ার অংশ হিসেবে প্রস্তুতকৃত প্ল্যাটফর্মের প্রশিক্ষণ
১২/১২/২০২৩	নাগরিক সেবাসমূহ মাইগভঃ প্ল্যাটফরমে যুক্ত হওয়ার অংশ হিসেবে প্রস্তুতকৃত প্ল্যাটফর্মের প্রশিক্ষণ
০৮/৮/২০২৩	সেবা ডিজিটাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১০/৮/২০২৩	সেবা ডিজিটাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
২১/৩/২০২৪	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
২০/০২/২০২৪	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১৮/১০/২০২৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
০২/৪/২০২৪	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ
১০/৩/২০২৪	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ

৯।১০।২৪

এস.এম.আনছারুজ্জামান
যুগ্মসচিব
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক
টেলিফোন: ২২২২২৫২৫৮

(মুহাম্মদ আবুল হাশেম)
বিস্ফোরক পরিদর্শক
বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার